JAN 13 2002

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ... ২ ...

ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের সুবর্ণজয়ন্তির উৎসবে রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী কেক কেটে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন (বাঁয়ে), স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের নৃত্যানুষ্ঠান (ডানে) —জনকণ্ঠ

ভিকারুননিসা স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তি, বর্ণাঢ্য উদ্বোধন

যে শিক্ষা মানুষকে মিথ্যা সন্ত্রাস দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শেখায় না সে শিক্ষা অর্থহীন॥ রাষ্ট্রপতি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিকারুননিসা নূন স্কুল এ্যান্ড কলেজের চার দিনব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তি অনুষ্ঠান উদ্বোধনকালে রাষ্ট্রপতি প্রফেসর এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেছেন, দেশ ক্রমান্বয়ে মেধাশূন্য হয়ে যাচ্ছে। মেধা পাচার যেভাবে হচ্ছে তাতে অচিরেই দেশ রিক্ত হয়ে যাবে। রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে, যারা মাতৃভূমি ছেড়ে যায়, অসহায় মা-বাবাকে ফেলে যায় তারা আলোকিত মানুষ নয়। তিনি আরও বলেন, সার্টিফিকেট অর্জন করলেই আলোকিত মানুষ হওয়া যায় না। যে শিক্ষা মানুষকে মিথ্যা, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শেখায় না, যে শিক্ষা দেশপ্রেম জাগ্রত করে না সেই শিক্ষা অর্থহীন, অসম্পূর্ণ।

শনিবার রাষ্ট্রপতি ভিকারুননিসা নূন স্কুল এ্যান্ড কলেজের সুবর্ণজয়ন্তি অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। বর্ণাঢ্য ও জাকজমকপূর্ণ এই অনুষ্ঠান আমন্ত্রিত অতিথিদর্শক ও শ্রোতাদের নজর কাড়ে। সুবর্ণজয়ন্তি উপলক্ষে কলেজ প্রাঙ্গণে গড়া বিশাল সুসজ্জিত প্যান্ডেলের নিচে জনতার ঢল নেমেছিল। গোছালো ও মনোমুগ্ধকর এই অনুষ্ঠানে দেশের জ্ঞানী, গুণী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আগমন ঘটেছিল।

চার দিনব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তি অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশের সর্বত্র এখন অসত্যের জয়জয়কার। মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে। দেশপ্রেমের ঘাটতি প্রবল হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে সত্যিকার শিক্ষা দরকার, যে শিক্ষা আলোকিত মানুষ গড়তে পারে। রাষ্ট্রপতি সমাজ থেকে সন্ত্রাস দূর করে সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় শিক্ষকদের কার্যকর ভূমিকা রাখার আহবান জানান। তিনি বলেন, সুন্দর, শিক্ষিত ও আলোকিত সমাজ গঠনে শিক্ষকদের ভূমিকাই মুখ্য।

নারী শিক্ষার অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, সমাজের সর্বস্তরে এখন মেয়েদের পদচারণা। নারী শিক্ষার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে চিকিৎসা, পুলিশ, সেনাবাহিনী, ব্যাংক, বীমা,

(১১- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

(১২-এর পাতার পর)

যে শিক্ষা মানুষকে

রাজনীতি থেকে শুরু করে সর্বত্রই মেয়েরা সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। তবে এ কথা সারা বিশ্বে এখনও প্রচার পায়নি। দেশে নারী শিক্ষাকে গতিময় করার ক্ষেত্রে যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা যায় তার মধ্যে ভিকারুননিসার ভূমিকা অগ্রবর্তী। এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শে উজ্জীবিত হবার জন্য তিনি দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ দেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশের অধিকাংশ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি ঘুমিয়ে আছে। এসব কমিটি দায়িত্বশীল হলে এবং শিক্ষকরা আন্তরিক হলে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মেজর (অব) আব্দুল মান্নান এমপি। স্বাগত ভাষণ দেন কলেজের অধ্যক্ষ হামিদা আলী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভিকারুননিসা এ্যালামনাই এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফরিদা সেখ। রাষ্ট্রপতির পত্নী হাসিনা ওয়ার্দা চৌধুরী, প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবির, সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলনসহ বিভিন্ন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মেজর (অব) মান্নান বলেন, ভিকারুননিসায় আসন অনুপাতে ভর্তিচ্ছুর সংখ্যা অত্যধিক থাকায় চাপ ও অনুরোধ থাকে প্রচুর। এই প্রথম আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, ভর্তির ক্ষেত্রে একমাত্র মেধাই হবে মাপকাঠি। বিকল্প কোন উপায়ে ভর্তির কোন রকম সুযোগ থাকবে না।

রাষ্ট্রপতি কেক কেটে, বেলুন ও কবুতর উড়িয়ে সুবর্ণজয়ন্তি অনুষ্ঠান উদ্বোধনের পর থেকে শুরু হলো চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা। দ্বিতীয় পর্বে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদীপ প্রজ্বলন ও নাটক। এছাড়া আগামীকাল সোমবার সকাল সাড়ে ন'টায় এবং ১৫ জানুয়ারি বিকাল তিনটায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুবর্ণজয়ন্তি উৎসব পালন করা হবে।